FEB. 1 1 2002

শিক্ষামন্ত্রীর ঘোষণায় বেসরকারি স্কুল-কলেজ শিক্ষকরা ক্ষুব্ধ

কাগজ প্রতিবেদক : বেসরকারি স্কুল-কলেজ শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ১০০ ভাগে উন্নীত করার কোনো পরিকল্পনা সরকারের নেই— শিক্ষামন্ত্রীর এ ঘোষণায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন শিক্ষকবৃন্দ। বেসরকারি স্কুল-কলেজ শিক্ষকবৃন্দ বলেন, ক্ষমতাসীন সরকারের এ ঘোষণা স্পষ্টভাবে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির লঙ্ঘন। এ ঘোষণা আমাদের আবার দাবি আদায়ের আন্দোলনে নামিয়ে ● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

শিক্ষামন্ত্রীর ঘোষণায় বেসরকারি স্কুল-কলেজ

● প্রথম পাতার পর

দিল।

উল্লেখ্য, গত শনিবার সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক বেসরকারি শিক্ষকদের বেতন-ভাতা সরকারি কোষাগার থেকে ৯০ ভাগ প্রদানই বহাল থাকবে বলে জানান। মন্ত্রী আরো বলেন, সরকারি কোষাগার থেকে আরো ১০ ভাগ বাড়িয়ে ১০০ ভাগে উন্নীত করার কোনো পরিকল্পনা এই মুহূর্তে সরকারের নেই।

ঢাকার বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষকগণ তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের পাঠদানের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। অথচ বেসরকারি শিক্ষকরা বরাবরই অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছেন। এমনকি কোনো মাসেই নিয়মিত বেতন তারা পান না। তারা বলেন, সংসদে শিক্ষামন্ত্রীর এই বক্তব্য দেশের হাজার হাজার বেসরকারি শিক্ষকের প্রতি চরম অবহেলা প্রদর্শন।

বেসরকারি শিক্ষক নেতৃবৃন্দ ও শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা যায়, সরকারি স্কুল-কলেজের একজন শিক্ষক প্রারম্ভিক যে বেতন পান, বেসরকারি শিক্ষকরা সেই বেতনের ৯০ শতাংশ পান। কোনো বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট, উৎসব ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পান না তারা। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সরকারি স্কুলের একজন অভিজ্ঞ (১৫ বছর) প্রধান শিক্ষক পান, ৬ হাজার ২৫০ টাকা, একজন সহকারী শিক্ষক পান ৪ হাজার ৩০০ টাকা, সরকারি কলেজের একজন অধ্যক্ষ পান ৭ হাজার ২০০ থেকে ৯০০০ টাকা, একজন উপঅধ্যক্ষ পান ৬ হাজার ২৫০ টাকা এবং কলেজের প্রভাষক পান ৪ হাজার ৮০০ টাকা মূল বেতন। এই মূল বেতনের সঙ্গে তারা বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট, উৎসব ভাতা সবকিছুই পান।

খোঁজ নিয়ে আরো জানা যায়, বেসরকারি শিক্ষকরা এখন পর্যন্ত বাড়ি ভাড়া বাবদ পান মাসে মাত্র ১০০ টাকা। আবার মেডিকেল বাবদ বেসরকারি শিক্ষকরা পান মাত্র ১৫০ টাকা।

শিক্ষকরা বলেন, দীর্ঘদিন থেকে বেসরকারি শিক্ষকরা বেতন ও সুবিধাদি বাড়ানোর দাবি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু কখনই কোনো সরকার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়নি। তারা প্রশ্ন করেন, এটা কি অমানবিক জীবনযাপন নয়?

এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন নেতা অধ্যাপক কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, আমরা চাই না সরকার আমাদের আন্দোলনে যেতে বাধ্য করুক। আমরা চাই, আন্দোলনে যাওয়ার পূর্বেই সরকার যেন অতি শিগগিরই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ করে।

বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি আজিজুল ইসলাম বলেন, সংসদে শিক্ষামন্ত্রীর ঘোষণা আমাদের হতাশ করেছে। আমাদের এখন আর আন্দোলনে যাওয়া ছাড়া বিকল্প নেই। খিলগাঁও মডেল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আজিজুল হক শাহ বলেন, ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝিতে এসেও আমরা এখনো জানুয়ারি মাসের বেতন পাইনি। সরকার শিক্ষকদের আর কতোভাবে অবহেলা করতে চায়?

প্রসঙ্গত, এরশাদ সরকার ক্ষমতাসীন থাকা পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বেসরকারি শিক্ষকদের সরকারি বেতন প্রারম্ভিক স্কেল থেকে ৭০ শতাংশ দেওয়া হতো। এরপর বিএনপি সরকারের সময় অর্থাৎ ১৯৯৪ সালে বেতন ৮০ শতাংশে উন্নীত করা হয়। আওয়ামী লীগ ১৯৯৯ সালে সেটা ৯০ শতাংশে উন্নীত করে।